প্রথম আলো

শনিবার ২৯ এপ্রিল ২০০০, ১৬ বৈশাখ ১৪০৭

প্রথম বেসরকারি মিউচুয়াল ফান্ডের জন্মকাহিনী

মঈন আল কাশেম

১৯৯৮-এর অক্টোবরের কোনো এক বিকেলে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান এম. এ. সাঈদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন বাংলাদেশে ব্যবসায়ে নিয়োজিত শ্রীলংকান মার্চেন্ট ব্যাংক বণিক বাংলাদেশের ক্যাপিটেল মার্কেট কনসালটেন্ট এবং বর্তমানে দেশের প্রথম বেসরকারী মিউচুয়াল ফান্ড প্রবর্তনকারী এইমস অব বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক - ইয়াওয়ার সায়ীদ। নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন - একটি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি করতে চান তিনি। কিন্তু টাকা পয়সা তেমন নেই তার কাছে। এসইসি কি কোনোভাবে সাহায্যের হাত বাড়াবে? আশ্বাস দিলেন রেগুলেটর বডির কর্ণধার এম. এ. সাঈদ।

আইন অনুযায়ী অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি গঠনের জন্য তিন কোটি টাকার নীট সম্পদ লাগে। এসইসির বিশেষ ক্ষমতাবলে সোয়া কোটি টাকার শেয়ার মূলধনের কোম্পানি এইমসকে অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার আশ্বাস দেওয়া হলো। ইয়াওয়ার সায়ীদের ভাষ্যে এম. এ. সাঈদকে দেশের বেসরকারী মিউচুয়াল ফান্ড চালু হওয়ার পেছনে মূল ব্যক্তি বলা যেতে পারে।

এইমসকে কেন মাত্র সোয়া কোটি টাকা মূলধন নিয়ে অ্যাসেট মানেজমেন্ট কোম্পানি গঠনের অনুমতি দিলেন সে বিষয়ে এম. এ. সাঈদ-ই ভাল বলতে পারবেন। হয়ত তার মনে হয়েছিল আগ্রহী তরুণটিকে দিয়ে হবে। তার আশাবাদ ব্যর্থ হয়নি। এইমস-এর হাত ধরে এদেশের শেয়ারবাজারে প্রথম মিউচুয়াল ফান্ড এসেছে। এই স্বল্প পরিসরে মিউচুয়াল ফান্ডটির জন্ম নেওয়ার আকর্ষণীয় কাহিনীর ছিটেফোটা তুলে ধরার চেষ্টা করা যাক।

এম. এ. সাঈদের আশ্বাসের ভিত্তিতে ইয়াওয়ার সায়ীদ চাকুরী ছেড়ে দিলেন। কোম্পানি গঠনের জন্য প্রথমেই গেলেন ওরকা (ওল্ড রাজশাহী ক্যাডেটস অ্যাসোসিয়েশন)-এর বড় ভাইদের কাছে। নিরাশ হলেন না। প্রয়োজনীয় মূলধন নিয়ে গঠিত হল অ্যাসেট এন্ড ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস অব বাংলাদেশ লিমিটেড (সংক্ষেপে এইমস অব বাংলাদেশ)। ১৯৯৮-এর ডিসেম্বরে কোম্পানি তৈরী হয়ে গেল। দেশের হতদরিদ্র ক্যাপিটেল মার্কেটের কিছু ক্রিয়েটিভ তরুণ এসে জুটলো এইমসএর আশ্রয়ে - তারা নতুন কিছু করতে চায়। অফিস নেয়া হল একটি আধুনিক বিল্ডিং-এর ছ' তলায় অন্য আর একটি প্রতিষ্ঠানের কিছুটা অংশ নিয়ে। খরচ বাঁচানোর জন্য কোনো ইন্টিরিয়র ডিজাইনারকে কাজে লাগানো হল না। কাঠমিস্ত্রি ডেকে এনে নিজেরাই সুলভ কিন্তু দৃষ্টিনন্দন অফিস সজ্জার ব্যবস্থা করে ফেললেন। কোম্পানির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া নিজে শুধুমাত্র একটি ফ্যাক্সবার্তায় আমন্ত্রণের ভিত্তিতে।

নিজেদের তো গোছানো হল এবার আসল কাজ শুরু - মিউচুয়াল ফান্ড গঠন। মিউচুয়াল ফান্ড গঠনের প্রথম ধাপ হচ্ছে ফান্ডের স্পন্সর যোগাড় করা। কেননা ফান্ডের ন্যূনতম সাইজের ৪০% স্পন্সরকে দিতে হবে। বাকী টাকা শেয়ার ছেড়ে পাবলিকের কাছ থেকে তোলা যাবে। শুরু হল বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দ্বারে দ্বারে ঘোরা। কিন্তু এইমসএর টিমে কারোরই মিউচুয়াল ফান্ড চালানোর বাস্তব অভিজ্ঞতা নেই। আছে শুধু দেশে বিদেশে এ বিষয়ে কিছু পড়াশোনা। স্বাভাবিকভাবেই এদেশের প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা সংশয়ে ভুগছিল। অবশেষে এইমস-এর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হল। প্রথম বরফ ভাঙল আইপিডিসি। এরপর একে একে বাংলাদেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রায় প্রত্যেক ধরনের একটি এইমস-এর প্রথম মিউচুয়াল ফান্ডের স্পন্সরের তালিকায় নাম লেখাল।

এবার ট্রাস্টি। এটা কঠিন হয়নি। কেননা ডিবেঞ্চারের ট্রাস্টি হয়ে হয়ে এখানে ট্রাস্টি কালচার গড়ে উঠেছে আগেই। তারপরে কাস্টোডিয়ান। এগিয়ে এল স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক। এরা বিদেশী বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে মোটা টাকা নিলেও এইমস-এর জন্য একটা ন্যূনতম ফি ধার্য্য করে দিল।

আইন অনুযায়ী মিউচুয়াল ফান্ডকে ট্রাস্ট অ্যাক্টের অধীনে একটি ট্রাস্ট হিসেবে গঠন করতে হয় এবং তা রেজিস্ট্রি করতে হয়। ট্রাস্ট ডিডের খসড়া করা হল। খসড়াটি মতামতের জন্য এসইসির কাছে পাঠানো হল। কিন্তু মতামত নিয়ে খসড়াটি ঘরে ফিরিয়ে আনতে এইমস-এর নাভিশ্বাস উঠে গিয়েছিল। এরপরে এইমস বীরদর্পে ট্রাস্ট ডিড নিয়ে সাব-রেজিস্ট্রারের অফিসে হাজির হল রেজিস্ট্রেশনের জন্য। এবার শুরু হল আসল খেলা। সাব-রেজিস্ট্রারের অফিসে কেউ কোনোদিন মিউচুয়াল ফান্ডের নামও শোনেনি। রেজিস্ট্রেশন তো দূরের কথা। তারা চোখ বন্ধ করে বিষয়টি আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে দিল। ২৯ দিনের মাথায় এইমস-এর মিউচুয়াল ফান্ড সচিবালয়ের ফটক পার হয়ে এল। তবে আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানোতে এইমস-এর জন্য শাপে বর হল। এইমস-এর মিউচুয়াল ফান্ড সাড়ে বারো লাখ টাকার ফি ছাড়াই সাব-রেজিস্ট্রারের অফিসে রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেল।

এবার ফান্ডটিকে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হল এসইসি-এর কাছে। এজন্য প্রসপেক্টাস লেখা হল। বিনিয়োগকারীদের সুবিধার্থে প্রসপেক্টাসে ফাইনেন্সিয়াল প্রজেকশন দেয়া হল। কিন্তু এসইসি এইমস-এর করা ফাইনেন্সিয়াল প্রজেকশনে আস্থা রাখতে পারল না। তাই তারা একটি চার্টার্ড একাউন্টেন্ট ফার্মকে দিয়ে পুরো ফাইনেন্সিয়াল প্রজেকশন অংশটি অডিট করাল। বাংলাদেশের ইতিহাসে এইমস-এর ফাইনেন্সিয়াল প্রজেকশনই একমাত্র নমুনা যা কিনা কোনো তৃতীয় পক্ষ দিয়ে ক্রস-একজামিন করা হল। এইমস-এর ফান্ড ক্যাপিটেল গ্যারান্টিড। তার মানে পাঁচ বছর পরে বিনিয়োগকারী কমপক্ষে তার এখনকার বিনিয়োগের সমপরিমাণ টাকা ফেরত পাবে। এইমস নিজে যৌথভাবে ক্যাপিটেল গ্যারান্টর। প্রসপেক্টাস জমা দেয়ার ছ' মাস পরে এসইসি জানাল এইমস গ্যারন্টর হতে পারবে না। কারণ গ্যারন্টর হিসেবে এইমস-এর কিছু ফি পাওয়ার কথা ছিল। শেষ পর্যন্ত ফি নেবে না এই প্রতিশ্রুতিতে এইমস গ্যারন্টর' হিসেবে বহাল রইল। এইমস-এর ফান্ড এসইসির বেড়া পার হল কোনোরকম লক-ইন ছাড়া শতকরা একশ ভাগ ফ্রি-ফ্লোট ফান্ড হিসেবে।

অবশেষে জনসাধারণের কাছে চাঁদার জন্য হাজির করা হল ২০০০ সালের মার্চের ৫ তারিখে। ততোদিনে পার হয়ে গেছে এক বছর চার মাস। বহুল আলোচিত, আকাঙ্খিত হওয়াতে জনসাধারণ এইমস-এর মিউচুয়াল ফান্ডটিকে খুব ভালভাবেই গ্রহণ করল। ১ কোটি টাকার শেয়ারের জন্য আবেদন পড়ল ৮ কোটি টাকা। আবেদনের পরিমাণ দেখে এইমস প্রসপেক্টাস অনুযায়ী বাধ্য হল ফান্ডের সাইজ বাড়িয়ে ৫ কোটি টাকা থেকে ৭ কোটি করতে। এবং সে হিসেবে ২২ এপ্রিল, ২০০০-এ লটারী হয়ে গেল।

শুরু হল এইমস উপখ্যানের নতুন অধ্যায়। এই টাকা দিয়ে এইমস কী কী করছে তা জানতে হলে কমপক্ষে আরো একটি বছর অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু তার আগ পর্যন্ত, এই সুদীর্ঘ সমস্যাসংকুল পথ পাড়ি দেয়ার জন্য অভিনন্দন ইয়াওয়ার সায়ীদকে, তার সকল সহযোগীসহ; আর পথে নামার সাহস যোগানোর জন্য ধন্যবাদ এম. এ. সাঈদকে।